১৫শে সংবাদ পরিষেবা
আগস্ট ২০১৯
BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

নোংরা লাভ

২৫/১০

গুজরাটের পাথারি গ্রামের চাষি জয়ন্তীভাই প্যাটেল প্রায় এক বছর ধরে বাজারে ফলনের দ্বিগুণ দাম পাচ্ছেন। তাঁর ১০ বিঘা জমিতে সবেদার বাগান রয়েছে। আগে পাইকারি বাজারে প্রতি কুড়ি কেজি সবেদার জন্য ১৫০ টাকা পেতেন। কিন্তু এখন পাচ্ছেন ৪০০ টাকা। তাহলে কী এমন হল যে, তিনি বাজার থেকে এত বেশি দাম পেলেন? প্যাটেল বলেছেন, তিনি এক বছরে ধরে জমিতে বায়োগ্যাসের স্লারি ব্যবহার করছেন। এই বায়োগ্যাস প্লান্ট বাড়ির শৌচাগারের সঙ্গে যুক্ত। ফলে শুধু মানুষের মলমূত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। জয়ন্তীভাই সহ আরো অনেক চাষিকে এ কাজে সাহায্য করছে, ফিনিশ বা ফাইনানশ্যল ইনক্লুজন ইমপ্রুভস স্যানিটেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি।

ফিনিশ সোসাইটির উদ্যোগে দক্ষিণ গুজরাটের ভালসাদ, নওসারি ও সোমনাথ জেলার বেশ কিছু চাষি গম, বেগুন, ধনে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মেথি, পেঁয়াজ, পালং শাক, গাজর, শিম এবং মিষ্টি আলুরও চাষ করছে এই স্লারি দিয়ে।

চাষিরা বলছেন, এই স্লারি ব্যবহার করে একদিকে সারের খরচ অনেক কমেছে। অন্যদিকে ফসলের গুণমান এবং উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে। এছাড়া ফসল রোগপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে পারছে। এই খবর দিল ডাউন টু আর্থ পত্রিকা।

মেঘদূত

২৫/১১

ভূ বিজ্ঞান ও কৃষি মন্ত্রক একটি মোবাইল পরিষেবা চালু করেছে। স্থানীয় ভাষায় এই পরিষেবার কাজ হবে, চাষিদের ফসল ও প্রাণীসম্পদ নিয়ে আবহাওয়া ধরে ধরে, কৃষি-পরামর্শ দেওয়া। এখন এই পরিষেবা শুরু হয়েছে, দেশের নানা রাজ্যের ১৫০টি জেলায়। পরের বছরে পর্যায়ক্রমে যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হবে। এটি তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা এবং বাতাসের গতি ও দিক নিয়ে পূর্বাভাস দেবে। এছাড়া আবহাওয়ার মতো করে চাষি কীভাবে ফসল ও পশুপালনে যত্ন নেবে থাকবে তারও পরামর্শ। পরিষেবা দেওয়া হবে সপ্তাহে দু দিন, মঙ্গল ও শক্রুবার।

কৃষকের কাছে সহজে পৌঁছোতে মানচিত্র এবং ছবি আকারে তথ্য সরবরাহ করা হবে। এই পরিষেবাটি হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইউ টিউবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে চাষি এই পরামর্শ অন্যদেরও দিতে পারে। আবহাওয়া বিভাগ, ইন্ডিয়ান ট্রপিক্যাল মিটিয়রলজি ইনস্টিটিউট এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা মিলে তৈরি করেছে এই অ্যাপলিকেশন। নাম রাখা হয়েছে মেঘদূত। অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাচ্ছে। ইন্ডিয়া সায়েন্স ওয়্যার সূত্রে এ খবর।

তেঁতোর ডাল ২৫/১২

কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে, যে তারা সরাসরি ডাল আমদানি করেনি। কিন্তু ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে ২.৫২৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ডাল আমদানি করা হয়েছে। কারা আনল এই ডাল? সরকার বলছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন মন্ত্রকের রাজ্য-মন্ত্রী রাওসাহেব দাদারাও এক লিখিত উত্তরে লোকসভায় বলেছেন, সরকার ডাল আমদানি করেনি। তবে সেই উত্তরে পাশাপাশি লেখা রয়েছে, মোট আমদানির ৫০ শতাংশ মায়ানমার ও কানাডা থেকে করা হয়েছে। মায়ানমার থেকে আনা হয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ টন আর কানাডা থেকে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টন। এছাড়া মোজাম্বিক, রাশিয়া এবং তানজানিয়া থেকে যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টন, ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টন এবং ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন ডাল এসেছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অল ইন্ডিয়া ডাল মিলার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল বলছেন, সরকার ৬ লক্ষ টনের বেশি ডালের আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা বহুজাতিকগুলো মানেনি। এই খবর দিল ডাউন টু আর্থ।

কাজের কথা ২৫/১৩

পাঁচ বছরে এই প্রথম, ১০০ দিনের কাজে গত বছরের মোট খরচ থেকে এ বছরের বাজেট কমল। ২০১৯-২০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ৬০ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। গত বছরে এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছিল ৬১ হাজার ৮৪ কোটি টাকা। খাতায় কলমে ১ হাজার ৮৪ কোটি টাকা কমলেও, মুদ্রাস্ফীতির হার ধরলে অনুমোদিত ব্যয়ের অঙ্ক আরো কম হবে।

২০১৯-২০ আর্থিক বছরের প্রথম দিকে দেশে ব্যাপক খরা হয়েছিল। এরপর বেশ কিছু রাজ্যে দেখা দিয়েছে বন্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃষি উৎপাদন মার খাবে। এছাড়া শিল্পে মন্দার কারণে, অনেক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ছে, ফলে ১০০ দিনের কাজের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমে যাওয়ায় গ্রামীণ মানুষের দুরবস্থা আরো বাড়তে পারে। যা বলার মতো তা হল, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে ২৬৭.৯৬ কোটি শ্রম-দিবস তৈরি হয়েছিল এই প্রকল্পে।

খবর গরম ২৫/১৪

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিরও বদল হচ্ছে। শীতের দেশেও অনেক সময় নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে গরমে। পৃথিবীর অতি গরমের ১০টি দেশের তালিকা করেছে স্কাইমেট ওয়েদার সার্ভিসেস। আফ্রিকার সুদান, আলজেরিয়া, ইথিওপিয়া এবং লিবিয়া রয়েছে এই তালিকায়। এশিয়ায় রয়েছে ওমান, ইরাক, মালয়েশিয়া, ভারত ও সৌদি আরব। এছাড়া উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোও আছে। তবে এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় গরমের সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এই তালিকায় থাকা অন্য দেশগুলির থেকে কম। অন্যদিকে ইথিওপিয়ায় কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্দি ওঠে। এখানে থাকা বেশিরভাগ দেশগুলিতে আকছারই ৫০ ডিগ্রির ওপর তাপমাত্রা হয়। এ বছর ১৯ মে,ভারতের রাজস্থানের চুরুতে তাপমাত্রা ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল। তবে লেহ, লাদাখ অঞ্চলে শীতে তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রিও হয়।

অমর শহিদ! ২৫/১৫

পরিবেশ বাঁচাতে গিয়ে ২০১৮ সালে বিশ্বে ১৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, গ্লোবাল উইটনেস নামের একটি এনজিও এই তথ্য জানিয়েছে। জমি, কৃষি, কাঠ, জঙ্গল এবং খনি রক্ষা করতে গিয়েই চলে গেছে এই প্রাণ। এই সংস্থার তথ্য আরো বলছে যে, বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রকল্পে অর্থ জোগাতে বিশ্ব ব্যাংকের মতো বিনিয়োগকারীরাও ঘি ঢেলেছে।

গত বছর যেসব দেশে পরিবেশকর্মী নিহত হয়েছেন তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ফিলিপিন্স। দেশটিতে ২০১৮ সালে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন, অন্যদিকে, গুয়েতেমালায় আগের বছরের তুলনায় এই বছরে এই মৃত্যুর হার বেড়েছে চার শতাংশ। ভারতেও এমন মৃত্যু বাড়ছে। রাষ্ট্রসংঘের মতে, এমন সংঘাত এক মানবাধিকার সংকট, আর যারা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, তাদের প্রত্যেকের পক্ষে এ এক হুমকি।

আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছিল, ভূমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুজাতিকরা জমি অধিগ্রহণের ফলে লাভবান হচ্ছে। তাই জমি যাতে বৈধভাবে অধিগ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিত করা সরকার এবং তাদের দায়িত্ব। তাই জমিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাসরত মানুষদের অনুমতি নিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা আবশ্যিক।

আলু-র দম!

২৫/১৬

মিষ্টি আলু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে এবং তা পুষ্টিতে ভরপুর। এটি আপনার হার্ট ও ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে, দৃষ্টিশক্তি সুরক্ষিত রাখে, টাইপ ২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রক্ষা করে। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিষ্টি আলুতে উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন এ থাকে যা, একটি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট।

এই আলুতে প্রচুর ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি-৬ ও থাকে, যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামেরও ভালো উৎস, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া একটি মিষ্টি আলুতে প্রায় চার গ্রাম উদ্ভিজ্জ ফাইবার রয়েছে, যা যথাযথ ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং ক্রনিক রোগের ঝুঁকি কমায়,যেমন টাইপ-২ ডায়াবিটিস ও উচ্চ কোলেস্টেরল। আধ বাটি মিষ্টি আলুতে প্রায় ১৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। ফলে যাঁরা কায়িক শ্রম করেন তাদের জন্য মিষ্টি আলু বেশ কাজের। এই সবজি খোসা সমেত খাওয়া ভালো, কারণ এর খোসাতেও আছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। তবে এই আলু সেদ্ধ করে, ভেজে, পুড়িয়ে বা কাঁচা অবস্থায়ও খাওয়া যায়।

পালং ভালং

২৫/১৭

পালং শাক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ যা চোখের ক্ষয় প্রতিরোধ করে। এতে থাকা লুটেইন এবং জিয়াক্সানথিন রেটিনার ক্ষুদ্র অংশে জমা হয়ে সূর্যের কারণে হওয়া ক্ষতি প্রতিরোধ করে, পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, সি এবং ই থাকে যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে, রক্তকোষকে সুস্থ রেখে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। খাবার তালিকায় পালং রাখার পাশাপাশি তা মুখের মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করলে ব্রণ-র সমস্যা দূর হয়। পালং শাকে থাকা ভিটামিন কে হাড়ে ক্যালসিয়াম বজায় রেখে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায়। এর আঁশ জাতীয় অংশ অন্ত্রের ক্রিয়ায় এবং হজমে সহায়তা করে পেট পরিষ্কার রাখে। এর আঁশ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শরীরে শোষিত হয় এবং বাকিটা সহজেই শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই শাকে চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হজমে সাহায্য করে। চুল পড়ার অন্যতম কারণ হল আয়রনের স্বল্পতা। পালং শাককে খনিজের শক্তির উৎস বলা যায়। এতে আছে ভিটামিন এ এবং ফলেট যা চুলের ফলিকল মসৃণ করতে এবং তেল নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে থাকা ভিটামিন সি চুলে আনে উজ্জ্বলভাব আর চুল রাখে সুস্থ।

আ মিস?

২৫/১৮

বিশ্বের তাপমাত্রা কমাতে হলে মাংস খাওয়াও কমাতে হবে এমন তথ্য দিয়েছেন জলবায়ু বিষয়ে কাজ করা রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীরা। জেনিভা থেকে এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-আইপিসিসি। সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর গ্রিন হাউস গ্যাসের এক চতুর্থাংশ আসে জমির ব্যবহার থেকে। যার বেশিরভাগই হয় মাংস উৎপাদনকারী গবাদি পশুর খামারের কারণে। মাংস জাতীয় খাবারের চাহিদা বাড়ার ফলে, জমি থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে বায়ুমণ্ডল আরও বেশি উষ্ণ হচ্ছে। এই কারণেই গবাদি পশুর খামার কমাতে, খাবার হিসেবে মাংস খাওয়া কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষ বেশি করে উদ্ভিদ জাত খাদ্য গ্রহণ শুরু করলে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাঁরা বলছেন, মাংস এবং দুগ্ধজাতীয় খাদ্য তৈরির লক্ষ্যে নিবিড় চাষাবাদ বিশ্বের উষ্ণতাকে ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিবিসি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

প্র তাপ!

২৫/১৯

বিশ্ব উষ্ণায়ন খুবই বিপজ্জনক, তবে তা কিন্তু এড়ানো সম্ভব। জলবায়ু বদল নিয়ে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন বিষয়ে প্রসঙ্গে গত ১ অগস্ট, রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন মহাসচিব অ্যান্টেনিও গুতেরেস। গ্রীষ্মকালে সব সময়েই গরম পড়ে, কিন্তু এখনকার গ্রীষ্মকাল আমাদের যৌবনের গ্রীষ্মকাল নয়। এখন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হয়েছে।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান।

তিনি বলেন, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, ওয়ার্ল্ড মিটিয়রলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, নয়াদিল্লি থেকে সুমেরু অঞ্চলের তাপমাত্রার রেকর্ডভঙ্গের তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে যে, চলতি বছরের জুলাই ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম। গুতেরেস বলেন, উল্লেখযোগ্য হল, এর আগে উষ্ণতম মাসের রেকর্ডটি ছিল ২০১৬-র জুন, যখন সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনো চলছিল।

মহাসচিব বলেন, যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সুসংবাদ হল বিশ্বজুড়ে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকরা এই সংকট মোকাবিলায় সংগঠিত হচ্ছেন, আর আমাদের কাছে এর মোকাবিলার নানা প্রযুক্তিও রয়েছে। এখন জীবাশ্ম জ্বালানির থেকে কম খরচে নবায়নযোগ্য জ্বালানিও পাওয়া যাচ্ছে।

ক্ষুধার্ত বাড়ছে

২৫/২০

প্রায় এক দশক ধরে অগ্রগতির পর, গত ৩ বছরে ক্ষুধার শিকার মানুষের সংখ্যা আবারও ধীরে ধীরে বাড়ছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য, নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০১৯-এ এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ জুলাই প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে এখন প্রতি নয়জনে একজন-অর্থাৎ ৮২ কোটি মানুষ ক্ষুধার শিকার। নিউ ইয়র্কে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের পাশাপাশি এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে অঞ্চলভিত্তিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে আরো দেখা গেছে, যেসব দেশে ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়ছে সেসব দেশে আয় বৈষম্যও বাড়ছে। পাশাপাশি, বিদ্যালয় স্তরের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সব অঞ্চলেই অতিরিক্ত ওজন এবং মোটা হওয়ার পরিমাণও বাড়ছে।

উষ্ণতম জুলাই

২৫/২১

চলতি বছরের জুন মাস ছিল উষ্ণতম জুন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিল পরের জুলাই। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা,ওয়ার্ল্ড মিটিয়রলজিক্যাল অর্গানাইজেশন বলছে, অন্যান্য বছরের বিশ্বের গড় তাপমাত্রার থেকে, চলতি বছরের জুলাই মাসের তাপমাত্রা ছিল ০.৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। জেনিভায় সংস্থার মুখপাত্র ক্লেয়ার নালিস সাংবাদিকদের বলেন, অতীতে জুন মাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ছিল ২০১৬ সালে। এ বছর জুন তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে ২০১৯-এর জুলাই সবাইকে টেক্কা দিয়ে দিল।

এই সময়ের ছবি

বস্তায় সবজি চাষ
ছাতনা ব্লক, বাঁকুড়া ২০১৯

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু